❑ মে ২

এর মধ্যেই পুজো সংখ্যায় লেখার জন্য তাড়া। ভাবনা চিন্তা করবো কখন! নতুন উপন্যাসের জন্য মালমশলা সংগ্রহ করতে হবে না?

❑ মে ৩

দার্জিলিং-এ গিয়েছিলাম শীতকালে, তখন ছোটদের উপন্যাসের প্লট মাথায় এসেছিল। সন্তু-কাকাবাবু?

কালিম্পং-এর Buddhist-দের একটা Monastery আর একবার ভালো করে দেখে এলে হয়।

❑ মে ৫

গুজরাট দেখার ইচ্ছে ছিল। হঠাৎ আমেদাবাদে আসার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। সবরমতী আশ্রম এখন নিষ্প্রাণ। সামনের নদীতে একফোঁটা জল নেই। নদীগুলোকে এই ভাবে মেরে ফেলা হচ্ছে!

❑ মে ৭

আমেদাবাদে সবাই নিরামিষ খায়। আমি ভুলাভাই প্যাটেলের বাড়িতে অতিথি। স্থানীয় বাঙ্গালীরা একটা মেস করে থাকে। ওরা লুকিয়ে মাছ খায়। আমাকে নেমন্তন্ন করলো একদিন। দু'রকম মাছ।

আমার কিন্তু নিরামিষ খেতে কোনো অসুবিধে হয়না। গরম ডাল-ভাত, আলু-সেদ্ধ, পাঁপড় ভাজা অতি উপাদেয়। এখানকার কাঁচালঙ্কায় কোন ঝাল নেই। এই যা অসুবিধে।

❑ মে ৯

বম্বে। আজ ফেরার কথা ছিল। থেকে গেলাম দু'দিন।

কলকাতায় ফিরে সেই তো লিখতে হবে। এখানে বসে বসে লেখার চিন্তা করা অনেক ভালো।

চেনাশুনো কারুর বাড়িতে উঠিনি। মাঝারি হোটেলও খুব expensive.

❑ মে ১০

হঠাৎ একটা বাচ্চা ছেলে ও এক সন্ন্যাসিনীকে নিয়ে লেখার কথা মাথায় এলো।

☐ মে ১১

কিশোর উপন্যাস শুরু। দেশ-এর উপন্যাস পরে হবে।

☐ মে ১৪

হাতে একটা ব্যথা হয়েছে। স্বাতী ডাক্তার দেখাবার কথা বলে। কিন্তু আমার যেতে ইচ্ছে করে না।

ডাক্তার দেখালেই তো এক গাদা ওষুধ খেতে হবে।

☐ মে ১৫

ডাক্তারি ওষুধগুলো সভ্যতার শত্রু। মানুষ যখন ওষুধ খেতো না, তখন বেশ ছিল।

☐ মে ১৭

উপন্যাস বন্ধ রেখে আজ একটা কবিতা লিখলে—

সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর
তখন তারা বেশি আপন

রাত দেড়টা। ঘুম পেয়ে যাচ্ছে…

ঘুম…

☐ মে ১৯

হাতের ব্যথাটা কমছে না। লিখতে বেশ অসুবিধে হচ্ছে।

☐ মে ২০

কোনোদিন টেনিস খেলিনি কিন্তু ডাক্তার বলছেন, আমার নাকি Tennis elbow হয়েছে। তাই ব্যথা। ওষুধ খেতেই হলো।

☐ মে ২১

City of Joy-এর কাজ চলছে। সত্যিই এদের কাছে শেখার আছে অনেক কিছু। কী দারুণ খুঁতখুঁতে। Rolland Soffee-এর পড়াশুনো আছে প্রচুর। ওর ঠাকুর্দা রবীন্দ্রনাথকে চিনতেন। রবীন্দ্রনাথের মূর্তি গড়েছেন। টাকা পয়সার চেয়েও এদের সঙ্গে কাজ করলে একটা শেখার আনন্দ পাওয়া যায়।